শেখ হাসিনাই রূপকার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক উপহার

পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
রেড ক্রিসেন্ট বোরাক টাওয়ার (লেভেল-৮/৯/১০)
৩৭/৩/এ, ইস্কাটন গার্ডেন রোড
ঢাকা-১০০০
www.pallisanchaybank.gov.bd

সার্কুলার নং ১৪/২০২২- ৫০৬২(২)

তারিখ: ০৯/১১/২০২২

জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
সকল জেলা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

শাখা ব্যবস্থাপক
সকল শাখা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক।

বিষয়: '' গবাদি পশুপালন ও গরু ছাগল মোটাতাজাকরণ ঋণ নীতিমালা '' জারিকরণ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

শিরোনামে বর্ণিত বিষয়ের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো।

০২। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবাদি প্রাণির ভূমিকা অনস্বীকার্য। ভূমি ও পুঁজি স্বল্পতার কারণে প্রাণিসম্পদ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বন। সেই প্রেক্ষাপটে ২৫/০৭/২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা বোর্ডের ৮১তম সভায় " গবাদি পশুপালন ও গরু ছাগল মোটাতাজাকরণ ঋণ নীতিমালা '' অনুমোদন করা হয় যা এতদসঙ্গে সংযুক্ত করে জারি করা হলো।

০৩। নীতিমালার আলোকে ঋণ বিতরণ করার জন্য আপনাদের অনুরোধ করা হলো। নিয়ম বহির্ভূত ঋণ বিতরণ করলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

অনুমোদনক্রমে,

০৯/১১/২২
(জুলিয়া খাতুন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
তারিখ: ০৯/১১/২০২২

সংযুক্তি: ঋণ নীতিমালা

পসব্য/প্রকা/পরি-২২(অংশ-২)/ ৫০৬২(২)(১৩)
সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপিঃ

১. স্টাফ অফিসার টু চেয়ারম্যান, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
২. স্টাফ অফিসার টু ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৩. স্টাফ অফিসার টু মহাব্যবস্থাপক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, ঢাকা।
৪. সিনিয়র কনসালটেন্ট এবং কনসালটেন্ট (মনিটরিং), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৫. উর্ধ্বতন মুখ্য কর্মকর্তা, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
৬. বিভাগীয় প্রধান (আইটি), পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। (পত্রটি ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)
৭. অফিস নথি।

9-11-2022
(মো: তানভীর হাসান মজুমদার)
সিনিয়র অফিসার
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঋণ ও সঞ্চয় বিভাগ

গবাদি পশু পালন ও গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ ঋণ নীতিমালা

ভূমিকা:

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবাদি প্রাণির ভূমিকা অপরিসীম। এখানে কৃষকেরা শস্য চাষের পাশাপাশি গবাদি প্রাণি, পাখি লালন পালন করে থাকেন। হালচাষ, ফসল মাড়াই, মানব ও পণ্য পরিবহন, জৈব সার উৎপাদন এবং জ্বালানি সরবরাহে প্রাণি সম্পদের রয়েছে গুরত্বপূর্ণ অবদান। জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণে গবাদি প্রাণি , দুধ ও মাংস উৎপাদনের মাধ্যমে যথেষ্ঠ অবদান রেখে চলেছে। ভূমি ও পুঁজি স্বল্পতার কারণে প্রাণিসম্পদ দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের একটি গুরত্বপূর্ণ অবলম্বন। প্রাণিসম্পদ দেশের রপ্তানিতেও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খামারে গবাদি প্রাণি ও হাঁস-মুরগি পালন করে অর্থনৈতিকভাবে কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন । বাংলাদেশে গবাদি প্রাণির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া। এগুলো যেকোন দেশের জন্যই গুরত্বপূর্ণ সম্পদ কারণ এ গুলো কৃষি কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কাজে চালিকা শক্তি। গৃহপালিত প্রাণি থেকে দুধ, মাংস ছাড়াও নানা প্রকার দ্রব্য যেমন- শিং, খুর, চামড়া. পশম, চর্বি, রক্ত, হাঁড় ও নাড়িভূড়ি পাওয়া যায়। বাংলাদেশ বর্তমানে মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২০-২১ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৮৪.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৬.১৮ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে কোরবানির গবাদিপশু আমদানির প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশ উৎসাহিত, যার দৃশ্যমান প্রতিফলন হয়েছে ২০২১ সালে ঈদ উল আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে যেখানে শতভাগ দেশী গরুতে বদলে গেছে গবাদিপশুর হাট, লাভবান হচ্ছে খামারিরা। গত ৪ বছর নাগাদ দেশে উৎপাদিত গবাদিপশু দ্বারা কোরবানির চাহিদা পূরণ হয়েছে। বিগত ঈদুল আযহা/২০২২ উপলক্ষ্যে কোরবানিকৃত পশুর মোট সংখ্যা ৯৮.৫০ লক্ষ যা ২০২১ এর তুলনায় ৮.৫৭ লক্ষ বেশি অর্থাৎ এই সম্ভাবনাময় খাতটি সম্প্রসারিত হচ্ছে।

গবাদি পশুর অর্থনৈতিক গুরত্ব:

কৃষিকাজে গবাদি পশুর গুরত্ব: বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এ দেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি। গবাদি পশুই কৃষকদের একমাত্র অবলম্বন বা কৃষি কাজের প্রধান হাতিয়ার। কৃষির সাথে সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি কাজেই গবাদি পশুর কিছু না কিছু ভূমিকা রয়েছে। তবে ফসল উৎপাদনে গবাদি পশুর ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। কারণ আমাদের দেশের অধিকাংশ কৃষকই গরীব এবং তাদের খন্ডিত জমিতে যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহার করে চাষ করা যায় না । তাই যান্ত্রিক শক্তির বিকল্প হিসেবে গবাদি পশুর শক্তিই জমি চাষের একমাত্র অবলম্বন।

গবাদি পশুর শক্তির ব্যবহার: বাংলাদেশে গবাদি পশুর শক্তির প্রধান উৎস গরু ও মহিষ। কৃষি কর্মকান্ড যেমন ভূমিকর্ষন, শস্য মাড়াই, ঘানি টানা সহ পরিবহন কাজে গবাদি পশুর শক্তি ব্যবহার করা হয়।

গবাদি পিশুর মলমূত্রের ব্যবহার: গবাদি পশুর গোবর প্রধানত জ্বালানী, জৈবসার ও বায়োগ্যাস তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়।

জৈবসার উৎপাদন: গবাদি পশুর মলমূত্র উৎকৃষ্ট মানের জৈবসার উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। গোবর সার জমিতে ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

জ্বালানী সরবরাহ ও বায়োগ্যাসের উৎপাদন: গবাদি পশুর গোবর দিয়ে ঘুটে তৈরি করে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। প্রচলিত জ্বালানীর ২৫% আসে গোবর থেকে। গোবর দিয়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে রান্না বান্না ও বাতি জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হয়।

মাছের খাদ্য: গোবর মাছের খাদ্য হিসেবেও পুকুরে ব্যবহার করা হয়। গোবর মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্লাঙ্কটন সংখ্যা বৃদ্ধি করে পুকুরের পানির উর্বরতা বাড়ায়, ফলে মাছের উৎপাদন বাড়ে।

পরিবেশ রক্ষা: জৈবসার হিসেবে গোবর ব্যবহার হওয়ায় রাসায়নিক সার কম লাগে। ফলে রাসায়নিক ক্ষতির প্রভাব থেকে পরিবেশ রক্ষা হয়। পরিবেশ সংরক্ষণে গবাদি পশুর মল / গোব গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

চলমান পাতা ২

<u>মাংস ও মাংসজাত খাদ্য:</u> আমিষের প্রধান উৎস প্রাণির মাংস। প্রাণির টাটকা মাংসে (১৫-২০)% আমিষ থাকে। গরু, মহিষ, ছাগল ও ভেড়া থেকে মাংস পাওয়া যায়। মাংসের সাথে লাগানো চর্বি শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া মাংস দিয়ে নানাবিধ খাবার তৈরি করা যায়। মাংস খনিজ উৎস। এত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস থাকে যা দাঁতের গঠনে সহায়তা করে। মাংসে লৌহ থাকে যা রক্তশূন্যতা দূর করে। এছাড়া ভিটামিনের মধ্যে থায়ামিন, ভিটামিন বি$_{১২}$, প্রচুর পরিমাণে থাকে বলে মাংসকে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এর উৎস বলা হয়। মাংস ছাড়াও গবাদি পশুর যকৃত (কলিজা), হৃৎপিন্ড, প্লীহা, ফুসফুস, মগজ, লেজ ও ক্ষেত্র বিশেষে নাড়ী ভূড়ি খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

<u>দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য:</u> দুধ একটি আদর্শ খাদ্য। দুধ ও দুগ্ধজাত সামগ্রী খুব জনপ্রিয়। আমাদের দেশে যে দুধ উৎপাদিত হয় তা মূলত আসে গরু ও মহিষ থেকে। এ দুধের ৫০% তরল দুধ সরাসরি পান করা হয় এবং বাকি ৫০% দুগ্ধগাত দ্রব্য, যেমন ঘী, ছানা, মাখন, মিস্টি ও পনির তৈরিতে ব্যবহৃত হয় যা খাদ্য হিসেবে অত্যন্ত জনপ্রিয়।

<u>গবাদি পশুর নাড়ী ভূড়ি:</u> গবাদি পশু জবাই করার পর নাড়ী ভূড়ি যেখানে সেখানে না ফেলে এটা হাঁস মুরগী এবং মাছের উন্নত মানের আমিষ জাত খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এত মুরগী ও মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া গবাদি পশুর নাড়ী ভূড়ির কিছু মানুষ খাদ্য হিসেবেও ব্যবহার করে। গবাদি পশুর নাড়ী ভূড়ি উন্নত মানের আমিষ জাতীয় খাদ্য।

<u>চর্বি:</u> গবাদি পশুর চর্বি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও রাসায়নিক পদার্থ পিচ্ছিলকারক পদার্থ ও সাবান তৈরির কারখানায় ও পুকুরে মাছের খাদ্য হিসেবে চর্বি ব্যবহার করা যায়।

<u>জাতীয় আয় ও বৈদিশিক মুদ্রা অর্জনে গবাদি পশুর গুরত্ব:</u> বৈদিশিক মুদ্রা অর্জনে আমাদের দেশের চামড়ার স্থান তৃতীয়। প্রতি ১০০ কোটি টাকা চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এছাড়া হাড়, রক্ত, পশম, গোবর প্রভৃতি গবাদি পশুজাত দ্রব্যের অনেক অর্থনৈতিক গুরত্ব রয়েছে।

<u>আত্মকর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে গবাদি পশুর গুরত্ব:</u> বাংলাদেশে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সর্বোত্তম শিল্প হিসেবে প্রাণিসম্পদকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কারণ এর জন্য বেশি জমি ও পুঁজির দরকার নেই। কর্মসংস্থান ও দারিদ্র দূরীকরণে ছাগল, গরু, ভেড়া, মহিষ ও ঘোড়া কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পারে সংক্ষেপে নিচে তা আলোচনা করা হলো:

<u>আত্নকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন:</u> আত্নকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে ছাগল পালন প্রথম স্থান দখল করে আছে। বিত্তহীন, ভূমিহীন দরিদ্র ব্যক্তি, বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা যে কেউ ছাগল পালন করে দরিদ্রতা দূর করতে পারে। ছাগল পালন লাভজনক। কম পুঁজিতে কম পরিশ্রমে ছাগল পালন করা যায়। ছাগলের জন্য উৎকৃষ্ট মানের খাবারের দরকার হয়না। এগুলাকে বাড়ির আশেপাশে জমির আইলে চড়ালে ও অল্প খাবার দিলেই চলে। এদের খাবার খরচ কম।

<u>আত্নকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে গরু পালন:</u> গাভী পালন করে দুধ বিক্রির মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠী প্রচুর আয় করতে পারে, তাছাড়া গরু মোটাতাজা করে তা বিক্রি করে কম সময়ে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। আস্তে আস্তে গাভীর সংখ্যা বাড়িয়ে গাভীর খামার তৈরি করা যায়।

<u>আত্নকর্মসংস্থান ও দারিদ্র বিমোচনে ভেড়া পালন:</u> ভেড়ার মাংস ছাগলের মত সুস্বাদু বিধায় ভেড়া পালন করে মাংসের ব্যবসা করা যায়। ভেড়ার দাম খুব কম হওয়াও বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা, দরিদ্র কৃষক সহজেই ভেড়া ক্রয় করে পালন করতে পারে।

<u>প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় গবাদি পশুর গুরত্ব:</u> গবাদি পশুর আগাছা লতাপাতা ও মাঠ ফসলের অবশিষ্টাংশ খেয়ে আমাদের পরিবেশ কে আবর্জনামুক্ত রাখে। আমাদের দৈনন্দিন খাবারের অবশিষ্টাংশ যেমন তরি তরকারীর খোসা, গমের ভূসি, ভাতের মাড় ইত্যাদি গবাদি পশু খেয়ে আমাদের পরিবেশ রক্ষা করে। গবাদি পশুর মলমূত্র উৎকৃষ্ট মানের জৈবসার যা জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং রাসায়নিক সার ব্যবহারের খরচ ও ক্ষতি কমায়। গবাদি পশুর মল উত্তম জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এতে করে জ্বালানী তো পূরণ হচ্ছেই পাশাপাশি পরিবেশ ও নির্মল থাকছে।

চলমান পাতা ৩

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয় দর্শনের বর্তমান রূপ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক ১,২০,৩২৫ টি সমিতি এবং ৫৬.৭৭ লক্ষ দরিদ্র সদস্য নিয়ে ১লা জুলাই ২০২১ তারিখ থেকে এককভাবে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংকটির ৫১% শেয়ারের মালিক সরকার এবং অবশিষ্ট ৪৯% শেয়ারের মালিক ব্যাংকটির সমিতির সদস্যবৃন্দ। এই প্রথম দরিদ্র মানুষের মালিকানায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় সহযোগিতায়। ব্যাংকের অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো সমিতির দরিদ্র সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করা। পরিবেশের উপর প্রভাব বিস্তার করে এমন কর্মকান্ডকে নিরুৎসাহিত করে আয়বর্ধক খামার গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন পরিবেশবান্ধব খাতে মাইক্রো ক্রেডিট বা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয় যার মধ্যে অন্যতম হলো মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, বনায়ন, নার্সারী, ক্ষুদ্র কুটির শিল্প, হস্তশিল্প ইত্যাদি। একক প্রোডাক্ট হিসেবে গবাদি পশু পালন এবং গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ বিষয়ে এখন পর্যন্ত ঋণ কার্যক্রম শুরু করা হয়নি। এই খাতের অর্থনৈতিক গুরত্ব এবং কর্মসংস্থানের সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় একক প্রোডাক্ট হিসেবে ঋণ কার্যক্রম চালু হলে দরিদ্র মানুষরা প্রাণিসম্পদের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে এবং সেই সাথে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে পারবে বলে ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

<u>বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান</u>

২০২১-২২ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের অবদান	১.৯০%
জিডিপিতে প্রাণিসম্পদের আকার	৬৭,১৮৯ কোটি টাকা
কৃষিজ জিডিপিতে অবদান	১৬.৫২%
কর্মসংস্থান (প্রত্যক্ষ)	২০%
কর্মসংস্থান (পরোক্ষ)	৫০%
২০২১-২২ অর্থবছরে মাংস উৎপাদন	৯২.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টন
২০২১-২২ অর্থবছরে দুধ উৎপাদন	১৩০.৭৪ লক্ষ মেট্রিক টন
মাংসের চাহিদা ১২০ গ্রাম/দিন/মানুষ এর বিপরীতে উৎপাদন	১৪৭ গ্রাম/দিন/মানুষ

১. নীতিমালার নাম: গবাদি পশু পালন ও গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ ঋণ নীতিমালা:

২: ঋণের উদ্দেশ্য ও খাত :

২.১ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বেকারত্ব দূরীকরণ ও সুবিধাভোগীদের জীবনমান উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

২.২ নারী উদ্যোক্তা সৃজনের মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে উৎপাদন, সেবা ও সরবরাহমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ।

২.৩ দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে উঠে আসা সদস্যদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলা।

২.৪ দেশের অর্থনীতিতে প্রাণিসম্পদের অবদান বৃদ্ধি করা।

২.৫ দৈনিক প্রাণিজ আমিষের সরবরাহ বজায় রাখা।

৩: ঋণের খাত :

৩.১ গবাদি পশু (গরু, মহিষ, ছাগল,ভেড়া ইত্যাদি) পালন।

৩.২ গবাদি পশু (গরু, ছাগল ইত্যাদি) মোটাতাজাকরণ ।

৪: ঋণ পাওয়ার যোগ্যতা:

৪.১ প্রকল্প/পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের আওতায় গঠিত গ্রাম উন্নয়ন সমিতির সদস্য।

৪.২ আবেদনকারীর বয়স (১৮-৫৫) বছরের এর মধ্যে হতে হবে।

৪.৩ ইতঃপূর্বে ঋণ গ্রহণ করে ব্যবহারের মাধ্যমে আয়বর্ধক কাজের সুযোগ সম্প্রসারণ করেছেন এমন সদস্য।

৪.৪ প্রকল্প/অন্য কোন ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠা/এনজিও বা অন্য কোন সরকারি প্রতিষ্ঠানে ঋণ থাকতে পারবে না এবং দায়-দেনা নেই মর্মে আবেদনকারীকে ঘোষণা দিতে হবে।

৪.৫ নারী সদস্যরা অগ্রাধিকার পাবেন।

৪.৬ শস্যগোলা এবং কর্মসৃজন ঋণ গ্রহীতাগণ উক্ত ঋণ চলাকালীন গবাদি পশু পালন এবং গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ ঋণ গ্রহণ করতে পারবেন।

চলমান পাতা ৪

৫: ঋণের সিলিং:

ঋণের খাত	ঋণের মেয়াদ			ঋণের সিলিং	ঋণ পরিশোধের সময়সীমা
গবাদি পশু পালন এর ক্ষেত্রে	গরু / গাভী	২ বছর		১,২০,০০০/-	প্রতি ১ বছর অন্তর ঋণের সার্ভিস চার্জসহ সমুদয় কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। ঋণ পরিশোধ শেষে পুনরায় একই পরিমাণ ঋণ প্রদান করা যাবে।
গরু ছাগল মোটাতাজাকরণ	গরু	স্বল্প মেয়াদী	৬ মাস	৭০,০০০/-	৬ মাস পর বিক্রিযোগ্য হওয়ার পর এককালীন সার্ভিস চার্জসহ ফেরত দিতে হবে। ঈদ উল আযহার সময়ে ঋণের টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
		মধ্যম মেয়াদী	১ বছর	১,০০,০০০/-	৬ মাস অন্তর ঋণের সার্ভিস চার্জসহ সমুদয় কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হবে। ঈদ উল আযহার সময়ে ঋণের টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।
	ছাগল	স্বল্প মেয়াদী	৬ মাস	২০,০০০/-	৬ মাস পর বিক্রিযোগ্য হওয়ার পর এককালীন সার্ভিস চার্জসহ ফেরত দিতে হবে। ঈদ উল আযহার সময়ে ঋণের টাকা আদায় নিশ্চিত করতে হবে।

৬: বাছুড় ক্রয়ের ক্ষেত্রে কতিপয় নির্দেশনা:

৬.১ গরু মোটাতাজাকরণের ক্ষেত্রে ১৬ মাস/ ২৪ মাস বয়সী বাছুড় উপযুক্ত।

৬.২ উক্ত ঋণে বাছুড়ের দাম, খাবারের খরচ এবং পশু রাখার জন্য গোসালার নির্মাণ খরচ হিসাব করে সিলিং নির্ধারণ করা হয়েছে।

৬.৩ ক্রয়কৃত বাছুড়ের দেহ লম্বাটে হতে হবে। চামড়া ঢিলা হতে হবে।

৬.৪ মাথা ও ঘাড় চওড়া এবং খাটো হতে হবে।

৬.৫ পা লম্বা হতে হবে এবং পাজরের হাড়গুলো ও অস্থিসন্ধি আনুপাতিক হারে মোটা হতে হবে।

৬.৬ পিছনের অংশ ও পিঠ চওড়া , সিনা মোটা এবং লোম খাট, মিলানো ও মসৃণ থাকবে।

৬.৭ গরু মোটাতাজাকরণ বা গাভী পালনের জন্য ঘাস চাষ করতে হবে।

৬.৮ যেকোন ধরণের রোগের ক্ষেত্রে বা পশু পালন সংক্রান্ত যেকোন জটিলতায় শাখা ব্যবস্থাপকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

৭: মঞ্জুরীকৃত ঋণ বিতরণঃ মঞ্জুরীকৃত ঋণ সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে বিতরণ করতে হবে। গ্রাহককে শাখায় এসে মঞ্জুরীকৃত ঋণের টাকা উত্তোলন করতে হবে।

৮: মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীমে চাঁদা প্রদানঃ মৃত্যু ঝুঁকি আচ্ছাদন স্কীম নীতিমালা অনুসারে উক্ত ঋণ গ্রহণের সময় নির্ধারিত হারে কর্তনপূর্বক মৃত্যু ঝুঁকি স্কীমে জমা করতে হবে।

৯: সার্ভিস চার্জ :

৯.১ এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ফ্ল্যাট রেটে ৮%।

৯.২ জরিমানা সার্ভিস চার্জ প্রযোজ্য নয়।

১০: প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টসঃ

১০.১ ব্যাংকের নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র বাধ্যতামূলক।

১০.২ আবেদনকারীর ১ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

১০.৩ সমিতির ২ জন সদস্য গ্যারান্টর হতে হবে। কোন খেলাপি সদস্য গ্যারান্টর হতে পারবেনা।

১০.৪ নারী আবেদনকারীর ক্ষেত্রে পরিবারের প্রধান গ্যারান্টর হতে হবে।

১০.৫ গ্যারান্টরদের ১ কপি করে পাসপোর্ট সাইজের ছবি।

১০.৬ ঋণ বিতরণ শীটে যথাযথ স্থানে উপযুক্ত স্ট্যাম্প লাগিয়ে স্বাক্ষর গ্রহণ করে ভাউচারের সাথে সংরক্ষণ করতে হবে।

১০.৭ ডিপি (ডিমান্ড প্রমসরি) নোট।

১০.৮ ঋণ গ্রহীতা নিজ উদ্যোগে প্রকল্প প্রস্তাব সাবমিট করবেন এবং প্রস্তাবিত প্রকল্প জুনিয়র অফিসার (মাঠ) ও মাঠ সহকারীর সুপারিশক্রমে মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ মঞ্জুর করবেন।

চলমান পাতা ৫

১০.৯ আবেদনকারীকে ঋণটি মঞ্জুর হওয়ার পর ব্যাংকের নির্ধারিত "লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট" ফরম্যাটটি পূরণপূর্বক ব্যবস্থাপক বরাবর জমা দিতে হবে। অন্যথায় ঋণ মঞ্জুর করা যাবে না।

১১: ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতাঃ

টাকার পরিমাণ	মঞ্জুরীর ক্ষমতা
১,০০,০০০/- পর্যন্ত	শাখার ব্যবস্থাপক
১,০০,০০০/- টাকার উপরে	জেলা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং শাখা ব্যবস্থাপক যৌথভাবে

১২: খেলাপী ঋণঃ

কোন সদস্য ঋণ খেলাপী হলে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ ও ঋণ সম্পর্কিত নীতিমালা এবং প্রচলিত আইন অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে খেলাপী ঋণ আদায় করা হবে।

১৩: ঋণের ব্যবহার মনিটরিং ও পরিদর্শনঃ

ঋণ বিতরণের পর থেকেই সংশ্লিষ্ট জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, শাখা ব্যবস্থাপক, জুনিয়র অফিসার (মাঠ) বিতরণকৃত ঋণের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন, এই সকল খাতের ঋণের ক্ষেত্রে ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা খুবই জরুরি এবং ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা গেলেই ঋণটি খেলাপি হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে। মাঠ সহকারী প্রতিটি প্রজেক্ট অন্ততঃ ১৫ দিনে একবার পরিদর্শন করবেন। কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে সাথে সাথে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করতে হবে। ঋণ মঞ্জুর, বিতরণ এবং তদারকিতে কোনো প্রকার অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে জেলা (আঞ্চলিক) কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পরিচালনা বোর্ডের সদয় অনুমোদনক্রমে,

৭-১১-২০২২

(মো: তানভীর হাসান মজুমদার)
সিনিয়র অফিসার
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
ঋণ ও সঞ্চয় বিভাগ

মোঃ তানভীর হাসান মজুমদার
সিনিয়র অফিসার
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

07/11/22

(জুলিয়া খাতুন)
সহকারী মহাব্যবস্থাপক

জুলিয়া খাতুন
সহকারী মহাব্যবস্থাপক
পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।